গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৪.১৪(অংশ-১)-১৪

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলকরণ সংক্রান্ত "সম্মিলিত বিশেষ অভিযান-২০১৯" বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবহিত করা যাচ্ছে যে, আগামী ২১/০১/২০১৯ হতে ০৪/০২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১৫ (পনের) দিন ব্যাপী ১১টি জেলায় যথা-ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও মুন্সীগঞ্জে মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলকরণ সংক্রান্ত "সম্মিলিত বিশেষ অভিযান-২০১৯" পরিচালনা করা হবে।

০২। জেলা পর্যায়ে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি জেলা টাস্কফোর্স রয়েছে। উক্ত টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে অভিযানটি সফল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(শোয়াইব আহমাদ খান)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪০০৮১
ই-মেইলঃ fisheries-2@mofl.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৪.১৪(অংশ-১)-১৪(৭)

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা।
০২। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
০৩। জেলা প্রশাসক, ভোলা/ পটুয়াখালী / নোয়াখালী /বরগুনা / কক্সবাজার / খুলনা / বাগেরহাট /সাতক্ষীরা / বরিশাল / চট্টগ্রাম / মুন্সীগঞ্জ।
০৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৫। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৬। যুগ্ম-সচিব (মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(শোয়াইব আহমাদ খান)
উপসচিব

"মৎস্য আইন মেনে চলুন
মৎস্য সম্পদ রক্ষা করুন"

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০, সংশোধনী ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ খ্রিঃ অনুযায়ী সমুদ্র, নদ-নদী, মোহনা এবং উপকূলীয় এলাকায় বেহুন্দী জাল, পেকুয়া জাল, টং জাল, খুঁটি জাল, গাড়া জাল, বাঁধা জাল, চিংড়ি পোনা ধরার জাল ইত্যাদি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

উক্ত অবৈধ জাল সমূহ নিজ দায়িত্বে উপকূলীয় এলাকাসহ সকল নদ-নদী ও মোহনা হতে সরিয়ে ফেলার জন্য বলা হল।

অন্যথায় জেলা প্রশাসন, জেলা মৎস্য দপ্তর, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর সমন্বয়ে পরিচালিত কম্বিং অপারেশনের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আইন অমান্যকারীর শাস্তি

কমপক্ষে ১ (এক) বছর থেকে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

মৎস্য অধিদপ্তরের এ বিশেষ কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রচারেঃ জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চট্টগ্রাম।